বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED AT HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

সম্পাদনা ও ভূমিকা

পবিত্র সরকার

পত্রভারতী

হ্যালেড : জীবন-কথা

পবিত্র সরকার

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালেডের জীবন খানিকটা তাঁর সময়কার অনেক উচ্চবিত্ত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত ইংরেজ সন্তানের জীবনের মতোই বিচিত্র। ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং তারই সূত্র ধরে পৃথিবীব্যাপী তার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পটভূমিকা মনে রাখলে এই বৈচিত্র্য অভাবিত বা আকস্মিক বলে বোধ হবে না। বরং তা যেন একটা সাধারণ প্যাটার্নে বাঁধা। প্রথমে ভালো পাবলিক স্কুলে, তারপর অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা, ক্বচিৎ লন্ডনের কোনো 'বার'-এ একটু আইন জেনে নেওয়া, তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে প্রাচ্যদেশ যাত্রা, আর সেখানে বেশ উঁচু ও দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজকর্ম করে দেশে ফেরা এবং সচ্ছল জীবন এবং শৌখিন রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখকের রচনায় যে-সব 'নাবোব' বা 'পাক্কা সাহিব'-দের দেখা পাই তাদেরই মতো এদের জীবনও একই ধারাবাহিকতার পুনরাবৃত্তি। ব্যতিক্রমের মধ্যে হ্যালেড লিখেছিলেন একটি অপরিচিত প্রাচ্যভাষার ব্যাকরণ। আর শেষ জীবনে সুখদুঃখের হিসাব তাঁর ক্ষেত্রে একটু আলাদা। ব্যাকরণ রচনাও এমন কিছু ব্যতিক্রম নয়। হ্যালেডেরই হ্যারো স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, তাঁর অগ্রজ বন্ধু উইলিয়াম জোনস লিখেছিলেন ফারসি ভাষার ব্যাকরণ, হ্যালেডের বইটি ছাপানোর সাত বছর আগে। তাঁর আর এক জ্যেষ্ঠ শুভার্থী, মহারাজ নন্দকুমারের বিচারকর্তা স্যর ইলাইজা ইম্পের অনায়াস দক্ষতা ছিল ফারসি ও উর্দুতে। ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলে যারা পড়ত গ্রিক ল্যাটিন না শিখে উপায় ছিল না তাদের, বহুভাষাবিদ্ হওয়ার প্রস্তুতি ওই স্কুলজীবন থেকেই শুরু হত। তার বাইরে কে কোন্ ভাষা শিখছে তা অবশ্য তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা, দূরদর্শিতা ও জীবনের বিস্তারমাণ ছকের ওপর নির্ভর করত। যাই হোক, হ্যালেডের আগে কোনো ইংরেজ বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি।[১] এই পথিকৃতের গৌরবের জন্যই আমরা পৃথিবীর এই ভূভাগে তাঁকে আজ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অক্সফোর্ডশায়ারের ওয়েস্টমিনস্টারে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে হ্যালেডের জন্ম।

Bayerische
Staatsbibliothek
MÜNCHEN

A

GRAMMAR

OF THE

BENGAL LANGUAGE.

CHAPTER I.

OF THE ELEMENTS.

IT is a general, but erroneous observation, that oriental languages are written and read from the right hand to the left; whereas all the languages most truly oriental, or such as properly belong to the whole continent of India, proceed from left to

right like thoſe of Europe. The Arabic and the Perſian are the grand ſources from whence the contrary method has been derived; and with theſe the very numerous original dialects of Hindoſtan have not the ſmalleſt connection or reſemblance.

The Natives of Bengal write with a certain ſlender and tough reed, very common in all the Eaſt; which they ſhape almoſt like an European pen. They write with the hand cloſed, in which they hold the pen, as the Chineſe do their writing pencil, preſſing it againſt the ball of the thumb with the tip of the middle finger. The nib or point of the pen is turned downwards towards the wriſt; while the thumb pointing upwards, and lying on the pen with its whole length keeps it firm againſt the middle joint of the fore finger.

As they have neither chairs nor tables, their poſture in writing is very different from ours: They ſit upon their heels, or ſometimes upon their hams; while their left hand held open ſerves as a deſk whereon to lay the paper on which they write, which is kept in its place by the thumb: ſo that they never write on a large ſheet of paper without folding it down to a very ſmall ſurface.

The